এমন করবে না, যখন তোমাদের কেউ তার ঘরে সালাত আদায় করে তারপর সে ইমামকে পেল যে, সে এখনো সালাত আদায় করেনি, তাহলে সে যেন তার সাথে পূণরায় সালাত আদায় করে। কারণ, তা তার জন্য নফল হবে।

জাবের ইবন ইয়াযীদ আল আসওয়াদ তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন। তিনি রাসূলুল্লাহর সাথে সালাত আদায় করেন যখন তিনি একজন কিশোর। যখন তিনি সালাত আদায় করলেন, তখন দুইজন লোককে মসজিদের কোণায় দেখলেন তারা সালাত আদায় করেনি। তিনি তাদের দুইজনকে ডেকে পাঠালে তাদেরকে তার কাছে নিয়ে আসা হলো যে অবস্থায় তাদের বুক কাঁপছে। তিনি বললেন, আমাদের সাথে সালাত আদায় করতে কিসে তোমাদের নিষেধ করেছে? তারা বলল, আমরা আমাদের ঘরে সালাত
আদায় করেছি। তখন তিনি বললেন, এমন করবে না, যখন তোমাদের কেউ তার ঘরে সালাত আদায় করে তারপর সে ইমামকে পেল যে, সে এখনো সালাত আদায় করেনি, তাহলে সে যেন তার সাথে পূণরায়
সালাত আদায় করে। কারণ, তা তার জন্য নফল হবে। [সহীহ] [এটি তিরমিযী বর্ণনা করেছেন। - এটি নাসাঈ বর্ণনা করেছেন। - এটি আবূ দাঊদ বর্ণনা করেছেন। - এটি
আহমাদ বর্ণনা করেছেন। - এটি দারিমী বর্ণনা করেছেন]

ইয়াযিদ ইবনু আসওয়াদ বর্ণনা করেন, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সালাত আদায় করেন যে, অবস্থায় তিনি যুবক। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালাত শেষ করলে দুইজন লোককে মসজিদের এক পাশে পেলেন তারা সালাত আদায় করেনি। তাদের দুইজনকে উপস্থিত করতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীদের নির্দেশ দিলেন। তাদের দুইজনকে নিয়ে আসা হলো যে অবস্থায় তারা দুইজন ভয়ে সন্ত্রস্ত ও কাঁপছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের দুইজনকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা দুইজন কেন আমাদের সাথে সালাত আদায় করলে না। তারা বলল, আমরা আমাদের ঘরে সালাত আদায় করেছি। তখন তাদের তিনি বললেন, দ্বিতীয়বার তোমরা এমন করবে না। যখন তোমাদের কেউ তার ঘরে সালাত আদায় করে তারপর সে ইমামকে সালাত আদায় অবস্থায় পেল, সে যেন তার সাথে আবার সালাত আদায় করে। কারণ, এটি তার জন্য অতিরিক্ত সাওয়াব। প্রথমবার পড়াটি হবে ফরয আর দ্বিতীয়বার পড়াটি তার জন্য নফল হবে।

http://www.sunnah.global/hadeeth/bn/show/11289